ভোরের কাগজ ৩০

তারিখ ..24. MAR..1998 ... ..
পৃষ্ঠা ৭ . কলাম .. ৫ ...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিল সংসদে পাস

নামকরণের তীব্র সমালোচনা, বিএনপি সাংসদদের ওয়াকআউট

কাগজ প্রতিবেদক : বিএনপি সাংসদদের প্রবল আপত্তি এবং আওয়ামী লীগ সাংসদদের তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে গতকাল সংসদে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল ১৯৯৮' পাস হয়েছে। বিল পাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে অধিকাংশ বিএনপি সাংসদ সংসদ থেকে বেরিয়ে যান। পরে এক প্রেস ব্রিফিঙে বিএনপি নেতৃবৃন্দ জানান, বিধি বহির্ভূতভাবে বিল পাসের প্রতিবাদে তারা ওয়াকআউট করেছেন।

বিল পাসের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে পাঠানো এবং দফাওয়ারি সংশোধনীর পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিএনপি সাংসদরা দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণের তীব্র সমালোচনা করেন। তারা বিদ্যমান পিজি হাসপাতালকে বজায় রেখে নতুন জায়গায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানান।

গত ২০ জানুয়ারি সংসদে উত্থাপিত বিলটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে গত ২১ মার্চ সংসদে রিপোর্ট প্রদান করে। কমিটি কর্তৃক সংশোধিত আকারেই গতকাল বিলটি পাস হয়েছে। বিএনপি সাংসদরা ৫৭ দফার বিলটিতে প্রায় ৭৫টি সংশোধনী এনেছিলেন, তারমধ্যে মাত্র একটি গৃহীত হয়েছে। বিএনপির আবদুল মান্নান আনীত সংশোধনীতে বিলের এক জায়গায় 'মহাবিদ্যালয়' শব্দটির বদলে 'কলেজ' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফ বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণের প্রস্তাব করার সময়েই আপত্তি জানান বিএনপি সাংসদ এম. কে. আনোয়ার। তিনি বলেন, কোনো বিল পাস করার অন্তত তিনদিন আগে তা সাংসদদের মধ্যে বিতরণ করার কথা। কিন্তু এ বিলটি ২৪ ঘন্টারও কম সময়ে বিবেচনার প্রস্তাব করে সুনির্দিষ্টভাবে কার্যপ্রণালী বিধি লংঘন করা হয়েছে। অধিবেশনের সভাপতি ডেপুটি স্পিকারও তিনদিন সময় না দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন এবং তার বিশেষ ক্ষমতায় এটি বিবেচনার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে জানান। তিনি জানান, ভবিষ্যতে যাতে তিনদিন সময় দেওয়া হয়, তা খেয়াল রাখা হবে।

বিল পাসের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ১৯ জন বিএনপি সাংসদ ও একজন জাতীয় পার্টির সাংসদ বক্তব্য রাখেন। বিএনপি সাংসদরা বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গের সদস্যদের নামে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিজ ইত্যাদির নামকরণের তীব্র সমালোচনা করেন।

তারা বলেন, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন, তবে বর্তমান সরকার শুধু নামকরণের জন্যই এ বিল এনেছে। কয়েকজন বিএনপি সাংসদ বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, যেসব তোষামোদকারী বঙ্গবন্ধুকে ধ্বংস করেছে, তারাই আজ শেখ হাসিনার চারপাশে ভিড় করছে। তারা এসব তোষামোদকারীদের থেকে সাবধান থাকার জন্য শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান। বিএনপি সাংসদরা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ছোট প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করে বঙ্গবন্ধুকে খাটো না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিএনপি সাংসদ মশিউর রহমান বলেন, নাম পরিবর্তন করলেই গাধা ঘোড়া হয়ে যায় না। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার নামকরণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারা জিয়াউর রহমানের নাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি বলেন, জনগণ এ ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না। পিজি হাসপাতালে একটি সাইনবোর্ড রক্ষা করতে তাই পুলিশ নিয়োগ করতে হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে যারা প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তাদেরই '৭১-৭৫-এ বঙ্গবন্ধু চাটার দল বলেছিলেন। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর তাদের কেউ ইন্নালিল্লাহ্ পর্যন্ত পড়েননি, তার জানাজায় অংশ নেননি।

মোঃ শহিদুল ইসলাম বলেন, নতুন কিছু করার নেই বলেই সরকার পুরোনোগুলোর নামকরণে ব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে, তিনিও এটা মেনে নিতেন না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে বিপথগামী করার জন্যই এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শামসুল আলম প্রামাণিক বলেন, বঙ্গবন্ধু পদবীটিই বিতর্কিত। বঙ্গভূমির একটি অংশ বর্তমান ভারতে। তিনি বলেন, মানুষ আতঙ্কিত কখন বাংলাদেশের নাম বদলে বঙ্গবন্ধুদেশ হয়ে যায়। তিনি বলেন, যত্রতত্র নাম ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুর মতো বিশাল ব্যক্তিত্বকে খাটো করা হচ্ছে। এহসানুল হক মিলন বলেন, বর্তমান সরকার পুরোনো মদকে নতুন বোতলে নতুন মোড়কে পরিবেশন করছে।

জিয়াউল হক জিয়া বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভুলে যান যে, বঙ্গবন্ধুর লাশ ৩২ নম্বরে রেখে মোশতাক মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

বিএনপি সাংসদে

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, আপনারা বঙ্গবন্ধুকে এরপর মেরেছেন, আবার মারবেন। তিনি বলেন, গত ২ বছরে বঙ্গবন্ধুর নামে যতো টাকা ব্যয় হয়েছে, তা দিয়ে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা যেতো।

সৈয়দ মেহদী আহমদ রুমী বলেন, আমরা চাই না আপনারা ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে যাক। আলমগীর কবির বলেন, বর্তমান সরকার দেশকে সিনেমার মতো আব্বা হুজুরের দেশ বানানোর ষড়যন্ত্র করছে। আবদুল মান্নান বলেন, বঙ্গবন্ধুকে আপনারা আর কতো নিচে নামাবেন।' তিনি বলেন, বর্তমান সরকার নিজেদের ঘাটতি-দুর্বলতা ঢাকার জন্যই নামকরণে মেতে উঠেছে।

অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম বলেন, শেখ লুৎফর রহমানের নামে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করুন। কারণ তাঁর জন্ম না হলে বঙ্গবন্ধুরও জন্ম হতো না।

সালাউদ্দিন আহমদ বলেন, আইন করে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যাবে না। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, জনগণ এমনিতেই তাকে স্মরণ করবে। জাতীয় পার্টির সাংসদ আবু লেইছ মুবিন চৌধুরী প্রশ্ন করেন, দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে, তাহলে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন?

এছাড়া মোজাহার হোসেন, শাহ মোঃ আবুল হোসাইন, অধ্যাপক কাজী গোলাম মোর্শেদ, মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান, আলমগীর মোহাম্মদ ফরিদ, গাজী মোঃ শাহজাহান, গৌতম চক্রবর্তী, সরওয়ার জামাল নিজাম ও জাফরুল ইসলাম চৌধুরীও এসময় বক্তব্য রাখেন।

বিরোধী দলের সমালোচনার জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফ বলেন, আমরা নাম প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় করিনি। চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে কোনো কিছুর নাম দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বড়ো আর কে আছে? তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশকে কল্পনা করা যায় না। যারা করেন তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করেন. সালাহউদ্দিন ইউসুফ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্য নাম দেওয়া লাগে না, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের দেওয়া নাম নয়, '৬৯-এ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তির পর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাঁকে এ উপাধি দিয়েছে। তখন জনগণ বলেছে, এক নেতার এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণের সময় প্রধানমন্ত্রী বিদেশে ছিলেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা এ নামকরণ করেছি। তিনি বলেন, এ বিলের জনমত যাচাই আগেই হয়ে গেছে। নামকরণের পর কয়েকজন নার্সের ধর্মঘট জনগণ মেনে নেয়নি, কারা ধর্মঘট ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন তা আমরা জানি।

আড়াইঘন্টায় বিল পাসের প্রক্রিয়ায় ডেপুটি স্পিকার প্রায় ৮০ বার কণ্ঠভোট নেন। বিএনপি সবগুলোতে অংশ নিলেও বিল পাসের চূড়ান্ত কণ্ঠভোটের সময় দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এ সময় বিরোধীদলীয় নেত্রী, উপনেতা বা চিফ হুইপ কেউই সংসদে ছিলেন না। সামনে সারির একমাত্র উপস্থিত নেতা কে এম ওবায়দুল রহমানের নেতৃত্বে এ সময় বিএনপি অধিকাংশ সাংসদকে চলে যেতে দেখা যায়। তবে আবদুল মান্নান, মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান তখনো দাঁড়িয়ে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিলেন। পরে এক তাৎক্ষণিক প্রেস ব্রিফিঙে বিএনপি নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, বিধিবহির্ভূতভাবে বিল পাসের প্রতিবাদে তারা ওয়াকআউট করেছেন।

গতকাল সংসদে অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া 'কর্মসংস্থান ব্যাংক বিল ১৯৯৮' পরীক্ষা করে ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য অর্থমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করেন। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বিল ১৯৯৮' পরীক্ষা করে ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিশেষ কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করেন। দুটি প্রস্তাবই কণ্ঠভোটে পাস হয়।